## যাকাত ও দান সাদাকাঃ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ، أَمَّا بَعْدُ، :فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রমাযান মাসের ১১তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা যাকাত ও দান-সাদাকাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করব,ইনশা আল্লাহ। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল, যাকাত আদায় করা। কুরআন মজীদে ৩২ জায়গায় নামাযের সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে।

যাকাতের আভিধানিক অর্থঃ যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ; (১) বৃদ্ধি পাওয়া (২) পবিত্র হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয়, নিসাব পরিমাণ মালের উপর এক বছর পূর্ণ হলে তা থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ কোন গরীবকে দেওয়া। যেহেতু যাকাত দিলে মাল বৃদ্ধি পায়, মালে বরকত হয় এবং যাকাত দেওয়ার পর অবশিষ্ট মাল পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাই যাকাতকে যাকাত বলা হয়।

যদি কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির হবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত ফরয হওয়াকে বিশ্বাস করে

কিন্তু যাকাত দেই না, তাকে ফাসিক-গোনাহগার বলা হয়।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তখন হযরত আবু বাকর রযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "আল্লাহর কসম ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। কেননা, যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম ! তারা যদি আমাকে একটা রশি বা দড়ি দিতে অস্বীকার করে, যা তারা (যাকাত বাবত) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করত, তাহলে আমি এ অস্বীকৃতির কারণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। " এ হাদীসটি সহীহ বুখারীর ১৩৩৫ নম্বরে সাহাবী আবূ হুরাইরা রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। যাতাক যে ইসলামের কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ হাদীস দ্বারা তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

মাল-দৌলত আল্লাহরই দানঃ

বহু মানুষ এমন আছে, যাদের উপর যাকাত ফরয, কিন্তু তারা যাকাত দেয় না। এমন লোকদের মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে ধন-সম্পদ দান করেন, তিনিই মালদার করেন, তিনি অভাবগ্রস্ত করেন। সূরা নাজমের ৪৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَاَنَّهٗ هُوَاَغْنٰى وَاَقْنٰى "আল্লহ তায়ালাই মানুষকে অভাবমুক্ত করেন এবং ধন-সম্পদ দান করেন।" এছাড়া কুরআন মজীদে বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা দান-সাদাকার আদেশ দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর। যেমন সূরা বাকারার ২৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ

"হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে তোমরা খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন বেচা-কেনা, কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না। " এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, কিয়ামতের ময়দানে অর্থ-সম্পদ কিছুই থাকবে না। কেনা-বেচা থাকবে না। হাশরেরর মাঠে পাপী বান্দারা আসা করবে যে,

তাদের কাছে যদি দুনিয়া ভর সম্পদ থাকতো, তবে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত।

ভাই সকল ! দুনিয়াতে মানুষ যত অর্থের মালিক হোক না কেন, জীবিত থাকা পর্যন্ত তা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি তার রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক থাকে না। তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পদের মালিক হয়। সহীহ বুখারীর ৬০৭৭ নম্বর হাদীসে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ

“তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মালের চেয়ে নিজের ওয়ারীসের মালকে বেশি ভাল বাসে?” সাহাবারা উত্তরে বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা প্রত্যেকেই নিজের মালকে বেশি ভালবাসি। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ

فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ

“যে মাল সে আগে পাঠিয়েছে, সেটা তার মাল। আর যার যা রেখে গেছে তা ওয়ারীসের মাল। ” বোঝা গেল, যে মাল আমরা যাকাত বা

দান-সাদাকাহ করব, সেটাই আমাদের মাল এবং তা পরকালে কাজে আসবে।

যাইহোক, সূরা বাকারার এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মু'মিন লোকদেরকে দান-সাদাকার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ অর্থ-সম্পদ আমারই দান। আমিই যাকে যেমন চেয়েছি, তাকে তেমন দিয়েছি। তাইতো দেখা যায়, একই রকম কাজের প্রচেষ্টা করা সত্বেও সকলে সমান লাভবান হয় না।

## জাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণামঃ

যারা জাকাত আদায় করে না, তাদেরকে সতর্ক করে সূরা আল ইমরানের ১৮০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . "আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যে সম্পদ দান করেছেন, যারা (যাকাত না দিয়ে) তাতে কৃপণতা করে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা হবে তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যে সব ধন-সম্পদে

তারা কৃপণতা করে, সে সমস্ত ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।”

যাকাত না দিলে ধন-সম্পদ সাপ হয়ে তার মালিককে দংশন করবেঃ

সহীহ বুখারীর ১৩৩৮ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুওরাইরা রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يؤدي زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يوم القيامة، ثم يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ، يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ :أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا : لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ .الآية

“যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা মাল দিয়েছেন, আর সে মালের যাকাত আদায় করল না, কিয়ামতের দিন তার সেই মাল লোমবিহীন বিষাক্ত সাপের আকার ধারণ করবে, যার চোখের উপর কালো দুটো চিহ্ন থাকবে। অতঃপর তার গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে। তারপর কিয়ামতের দিন সেই সাপ তার মালিককের দুই চোয়ালে দংশন করবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার খাযানা।
”

আর সহীহ মুসলিমের ৯৮৮ নম্বর হাদীসে আছে, যেসব মালদার মালের হক অর্থাৎ, যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার এ গচ্ছিত সম্পদ টাক মাথার বিষাক্ত সাপ হয়ে মুখ হা করে তার পিছু ধাওয়া করবে। মালিক পালাবার জন্য দৌড়াতে থাকবে আর পিছন থেকে সেই সাপ তাকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে, তোমার গচ্ছিত সম্পদ নিয়ে নাও। কারণ, এগুলো আমার প্রয়োজন নেই। অতঃপর সেই মালিক যখন দেখবে যে, এ সাপ তার থেকে হটছে না। তখন সে সেই সাপের মুখে নিজের হাত প্রবেশ করাবে। সাপ তখন তার হাত উঠের মত চিবাতে থাকবে।

সূরা তাওবার ৩৪,৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

“যারা সোনা-রূপো জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না। আপনি তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার

কপাল ও পার্শ্ব ও পিঠে সেক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজের জন্য জমা করে রেখে ছিলে, সুতরাং এখন তোমরা জমা করার স্বাদ গ্রহণ কর।”

সহীহ মুসলিমের ৯৮৭ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সোনা-রূপোর যেসব মালিক এর হক অর্থাৎ, যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার এ সোনা-রূপো দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। এরপর তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্বদেশ, পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আবার তা গরম করা হবে। তার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হবে এমন এক দিনে, যা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ভাই সকল ! এ আয়াতে কপাল, পার্শ্ব ও পিঠ এই তিনটি স্থান দাগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর অর্থ সমস্ত শরীরও হতে পারে। অথবা, কেবল এই তিনটি অঙ্গই উদ্দেশ্য হতে পারে। এই তিনটি

অঙ্গের উল্লেখ এ জন্যে করা হয়েছে যে, কৃপণ লোকেরা দান-সাদাকাহ করতে চায় না। যখন তাদের কাছে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য চায়, বা কেউ যাকাত তলব করে, তখন তারা প্রথমে চোখের ভুরু কোঁচকিয়ে বিরক্তিভাব প্রকাশ করে, তারপর পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও যদি সে ক্ষান্ত না হয়, তখন পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। এ কারণে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমাদের সামনে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল; (১) আমাদের মাল আল্লাহ তায়ালার দান। তিনি কাউকে কম দিয়েছেন, আবার কাউকে বেশি দিয়েছেন। তাইতো

বহু ক্ষেত্রে দেখা যাই, একই রকম কারবার, একই রকম পরিশ্রম করা সত্বেও সকলের আয়-উপার্জন সমান হয় না। বোঝা গেল, আমরা চেষ্টা করি, আর আল্লাহ তায়ালা যাকে যেমন চান, তাকে তেমন দান করেন। সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, প্ররিশ্রম করার ক্ষমতা এ সবই আল্লাহর দান। সুতরাং,

মাল-দৌলতের জন্য গর্ব করা ও গরীবদেরকে হেয়-তুচ্ছ ও ছোট মনে করা চরম অপরাধ।

(২) কোন মাল-দৌলত আমাদের মাল? বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হলাম, তিনি তখন اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ এ আয়াতটি পড়ছিলেন। যার অর্থ, "মাল-দৌলতের আধিক্য তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে।" অতঃপর নবীজি বলেনঃ আদম সন্তান বলে, আমার মাল আমার মাল। হে আদম সন্তান ! তোমার মাল কেবল সেটাই যা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছ, অথবা পরিধান করে জীর্ণ করে ফেলেছ, অথবা দান-সাদাকা করে (পরকালের জন্য) সঞ্চয় করে করেছ। এছাড়া যা আছে, তা হস্তচ্যুত হবে এবং লোকদের জন্য ছেড়ে চলে যাবে। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের ২৯৫৮ নম্বরে বর্ণিত আছে।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, আমরা যতই একথা বলি না

কেন, এ জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ আমার। প্রকৃত পক্ষে তা আমাদের নয়। বরং, আমরা কেবল তিন প্রকার মালের মালিক; আমাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যে খাদ্যবস্তু আমরা খায়, যা আমাদের

শরীরের কাজে লাগে, তা আমাদের মাল। যে লেবাস-পোশাক আমরা নিজেরা ব্যবহার করে পুরানো বা জীর্ণ করে দেয়, তা আমাদের মাল। আর যে মাল আমরা দান-সাদাকা করলাম, তা আমাদের মাল। পরকালে তার প্রতিদান পাওয়া যাবে। এ ছাড়া যে মাল রেখে যাব তা আমাদের নয়। বর্তমান আমরা হলাম সে মালের রক্ষক। আমাদের ইন্তেকালের পর আমাদের ওয়ারিসরা সে মালের মালিক বা রক্ষক হবে।

(৩) মালের যাকাত না দিলে পরকালে চরম শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং, যে মাল একমাত্র আল্লাহর দান, আর যার আমরা প্রকৃত মালিক নই, আর সেই মালের যাকাত না দিলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এসব জানা সত্বেও যারা যাকাত দেয় না তাদের মত হতোভাগা আর কে হতে পারে !

রমাযান মাসে যাকাত ছাড়াও দান-সাদাকা বেশি বেশি করা দরকার। কারণ, এতে মালে বরকত হয়। বিপদাপদ দূর হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বেশি বশি দান-সাদাকা করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَآخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ